বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২০
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

RMMRU

তাসনিম সিদ্দিকী
মেরিনা সুলতানা
রাবেয়া নাসরীন
হোসেন মোহাম্মদ ফজলে জাহিদ
নুসরাত মাহমুদ
মোহাম্মদ ইনজামুল হক

Awarness Building through Courtyard Meeting at Paikora Union

January 2021

Copyright © RMMRU

Published by
RMMRU
Sattar Bhaban (4th Floor)
179, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani
Bijoynagar, Dhaka-1000
Telephone : +880-2-9360338
E-mail : info@rmmru.org
Website: www.rmmru.org
Facebook: www.facebook.com/rmmru

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০২০

সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

২৯ ডিসেম্বর ২০২০

কোভিড ১৯ অতিমারির কারণে ২০২০ সালের শুরু থেকেই অভিবাসী শ্রমিকরা বহুমাত্রিক সংকটে পড়েছেন। বিশ্বে করোনা সংক্রমণের জন্য ছুটিতে এসে আটকে পড়া, সব প্রস্তুতি শেষ করেও যেতে না পারা, অভিবাসনের দেশে করোনা সংক্রমনের উচ্চহার, চাকরিচ্যুতি, খাদ্যাভাব, আটক, জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন এরকম নানাবিধ সমস্যার কারনে অনেক অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এবারের প্রতিবেদন বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জীবনে করোনার প্রভাব সংক্রান্ড় আলোচনার ভেতরে আবর্তিত হয়েছে। বরাবরের মত ৭টি ভাগে বিভক্ত এই প্রতিবেদনটির প্রথম অংশে উপস্থাপিত হয়েছে ২০২০ সালের অভিবাসন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ২০২০ সালের অভিবাসনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। তৃতীয় অংশে মূল্যায়ণ করা হয়েছে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম। চতুর্থ অংশে পর্যালোচিত হয়েছে অভিবাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কর্মকান্ড। পঞ্চম অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে ২০২০ সালে অভিবাসন বিষয়ে নাগরিক সমাজের ভূমিকা। ষষ্ঠ অংশে অভিবাসনে নতুন গবেষণালব্ধ জ্ঞান তুলে ধরা হয়েছে এবং সব শেষ অংশে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১. বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন ২০২০

১.১ পরিসংখ্যান

এই বছর করোনা অতিমারির কারণে অভিবাসন খাত বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুক্ষিণ হয়েছে। ২০২০ সালের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১,৮৩,৬৮২[১] জন বাংলাদেশি কর্মী উপসাগরীয় ও অন্যান্য আরব দেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছেন। এদের অধিকাংশই এবছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশে গিয়েছিলেন যার সংখ্যা ছিল ১,৮১,২১৮ জন।[২] বিশ্বে লকডাউনের কারণে এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কোন অভিবাসন হয়নি। পয়লা অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর সময়ের মধ্যে নতুন করে অভিবাসিত হয়েছেন মোট ২,৪৬৪ জন। করোনা অতিমারির পূর্বে অর্থাৎ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অভিবাসনের যে ধারা অব্যাহত ছিল তা চলতে থাকলে এই বছর অভিবাসন ৩.৫২% বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এ বছর অভিবাসনের প্রবাহ গত বছরের তুলনায় প্রায় ৭১. ৪৫% কমে যাবে।

[1] https://www.thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bangladesh-starts-sending-workers-abroad-after-months-of-uncertainty-1606531269

[2] BMET website

এ বছর অভিবাসীদের গমনের চেয়ে প্রত্যাবর্তণের দিকে সকলের দৃষ্টি আবর্তিত হচ্ছে। ১৮ ডিসেম্বরের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৩,২৬,৭৫৮ জন অভিবাসী কর্মী দেশে ফেরত এসেছেন। চাকরি হারিয়ে প্রত্যাবর্তনের গতিটা প্রবল হয়েছে গত ৩ মাসে। গড়ে প্রতিদিন ফিরে আসছেন প্রায় দুই হাজার কর্মী।[৩] ২৭ অগাস্ট প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ২৭ অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫ মাসে ২৬টি দেশ থেকে চাকরি হারানোসহ নানা কারণে ৮৫,৭৯০ জন অভিবাসী কর্মী দেশে ফিরেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত ৩ মাসে অভিবাসীদের দেশে ফেরার হার তার পূর্ববর্তী পাঁচ মাসের তুলনায় প্রায় চারগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা সহ বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামের পতন, উপসাগরীয় দেশগুলোয় পর্যটন, সেবা ও নির্মাণ খাতে কর্মরত অভিবাসীদের চাকরিচ্যুতি ইত্যাদি কারণে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। লকডাউনের কারণে সব প্রস্তুতি শেষ করেও যেতে পারেননি এক লাখ নতুন কর্মী।

১.২ নারী অভিবাসন ২০২০

২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ১৮,৮১৩ [৪] জন নারী কর্মী কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গেছে। ২০১৯ সালে নারী অভিবাসনের সংখ্যা ছিল ১,০৪,৭৮৬ জন। যেহেতু এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত কোন অভিবাসন হয়নি আর অক্টোবর থেকে সীমিত পরিসরে অভিবাসন শুরু হলেও কতজন নারী কর্মী অভিবাসন করেছে এ তথ্য পাওয়া যায়নি।

নারী অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে, ১ এপ্রিল থেকে ৩০ নভেম্বর যাঁরা ফেরত এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ৩৯,২৭৪ জন নারী রয়েছেন। এ সময়ে দেশে ফেরা নারী কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছেন সৌদি আরব থেকে, ১৭,৩১৬ জন। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ফিরেছেন ৮,৩৯৭ জন, উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ কাতার থেকে ফিরেছেন ৩,৬১৪ জন নারী কর্মী, ওমান থেকে ফিরেছেন ২,৫১৬ জন নারী কর্মী।[৫] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ৫ মাসে নারী কর্মীদের ফিরে আসার হার কম থাকলেও সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নারী কর্মীদের ফিরে আসা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৩ গন্তব্য দেশ

পয়লা অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর সময়ের মধ্যে নতুন করে অভিবাসিত হয়েছেন ২,৪৬৪ জন। নতুন অভিবাসীদের ৮৯১ জন গেছেন ওমানে। সৌদি আরবে গেছেন ৮১৩ জন, উজবেকিস্তানে ৫২৪ জন, সিঙ্গাপুরে ৯১ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৬০ জন এবং আলবেনিয়ায় ২৪ জন গেছেন।[৬] উজবেকিস্তান গতানুগতিক অভিবাসনের দেশ নয়। নতুন অভিবাসীদের ২১% উজবেকিস্তানে গেছেন।

নতুন অভিবাসীর মধ্যে কতজন নারী তা জানা যায়নি। তবে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত যে সব নারী শ্রমিক গেছেন তাদের ৫৮% গেছেন সৌদি আরবে (১০,৯৩০)। এছাড়াও ২,৯৬৭ জন নারী কর্মী জর্ডানে, ২,৯২৮ জন নারী কর্মী ওমানে অভিবাসীত হয়েছিলেন।

[3] https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/201142294/
[4] বিএমইটি ওয়েবসাইট
[5] http://probashbarta.com/2020/12/14/
[6] https://www.thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/bangladesh-starts-sending-workers-abroad-after-months-of-uncertainty-1606531269

১.৪ উৎস এলাকা

পূর্ববতী বছরগুলোর ন্যায় ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক অভিবাসন হয় কুমিল্লা জেলা থেকে (১৯,৬২৬ জন) যা মোট অভিবাসনের প্রায় ১০.৮৩ %। এ বছরেও দ্বিতীয় অবস্থানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এই জেলা থেকে ১১,৮২৩ জন বিদেশ গেছেন যা মোট অভিবাসনের ৬.৫২%। তৃতীয় জেলা হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে ৯,৮০৬ জন গেছেন যা মোট অভিবাসনের প্রায় ৫.৪১%। গত বছর টাঙ্গাইল ছিল তৃতীয় অবস্থানে, এবারে এই জেলাটি চতুর্থ অবস্থানে চলে গেছে। এ জেলা থেকে ৭,৭৩৩ জন বিদেশ গেছেন যা মোট অভিবাসনের প্রায় ৪.২৬%। এ বছরও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলাসমূহে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত মাত্র ৭৯ জন অভিবাসন করেছেন রাঙ্গামাটি থেকে যা মোট অভিবাসনের মাত্র ০.০৪%। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি গত বছরের থেকে উৎস এলাকা হিসেবে কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে।[৭] পার্বত্য এলাকা হতে যে অভিবাসন হচ্ছে তা মূলত ঐ এলাকায় বসবাসরত বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি হতে। উত্তরবঙ্গ হতেও অভিবাসন খুব কম। ১১৯ জন পঞ্চগড় থেকে যা মোট অভিবাসনের মাত্র ০.৬% এবং ১৩১ জন লালমনিরহাট থেকে গেছেন যা মোট অভিবাসনের মাত্র ০.০৭%।

১. ৫ রেমিটেন্স

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি ২০২০ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় কমে হবে ১ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। এই আয় গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম। ৮ অথচ ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত অভিবাসী শ্রমিকেরা ১৯.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স প্রেরণ করেছেন।৯ রেমিটেন্স প্রবাহের এই ধারা অব্যাহত থাকলে গত বছরের তুলনায় রেমিটেন্স এর পরিমান ১৭.০৫% বৃদ্ধি পাবে। ২০১৯ সালে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৮.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বছর রেমিটেন্স বাড়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। নভেম্বর পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমান ৩৯.৬৫ বিলিয়ন ডলার যা গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ৩৮. ৫০ বিলিয়ন ডলার।১০

এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাধিক রেমিটেন্স এসেছে সৌদি আরব থেকে ৪.১৮৬ বিলিয়ন (২১.২৬%) । এর পরপরই যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২.৬০৩ বিলিয়ন (১৩.২২%), সংযুক্ত আমিরাত ২.১৪৭ বিলিয়ন (১০.৯১%), মালয়েশিয়া ১.৩৮৯ বিলিয়ন (৭.০৬%), যুক্তরাজ্য ১.৩৭৪ বিলিয়ন (৬.৯৮%) এবং ওমান ১.২৬৬ বিলিয়ন (৬.৪৩%)। এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ২০২০ সালে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণকারী ব্যাংক হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। যার চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত রেমিটেন্স আহরণের পরিমাণ ৫.১৬৮ বিলিয়ন (২৬.২৫%) মার্কিন ডলার। এর পরের স্থানগুলোতে রয়েছে অগ্রণী ব্যাংক ২.২২৪ বিলিয়ন (১১.৩০%), ডাচ বাংলা ব্যাংক লি: ১.৭৭১ বিলিয়ন (৮.৯৯%), সোনালী ব্যাংক ১.৩০৩ বিলিয়ন (৬.৬২%) এবং জনতা ব্যাংক ০.৮৩৫ বিলিয়ন (৪.২৪%) মার্কিন ডলার।১১

[7] http://www.old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction
[8] https://www.prothomalo.com/business/
[9] https://www.bb.org.bd/econdata/wageremitance.php
[10] https://www.bb.org.bd/econdata/intreserve.php
[11]Bangladesh Bank

সুতরাং বিশ্বব্যাংকের এই পূর্বাভাস বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হয়নি। করোনার প্রভাবে এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকেই নিম্নমুখী ছিল রেমিটেন্সের ধারা। মার্চ ও এপ্রিলেও বড় বিপর্যয় ঘটে রেমিটেন্সে। আগস্টে এসে রেমিটেন্স সামান্য কমলেও সেপ্টেম্বরে আবার বৃদ্ধি ঘটে।[১২] রেমিটেন্স বাড়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করছে। প্রথমত, রিক্রুটিং এজেন্সির বিদেশে রেমিটেন্স প্রেরণের সুযোগ নেই। সাত লক্ষ ভিসা ক্রয় করতে হলে ভিসাপ্রতি গড়ে ১৫০০ ডলার যদি দাম হয় তবে তাদের প্রয়োজন পড়তো ১০৫ কোটি মার্কিন ডলার এ অর্থ তারা হুন্ডির মাধ্যমেই সংগ্রহ করতেন। ভিসা কেনা লাগেনি বলে এ হুন্ডির প্রয়োজন পড়েনি। দ্বিতীয়ত এ বছরে বানিজ্য ছিল কম। ব্যবসায়ীরা শুল্ক ফাঁকি দিতেঁ হফবৎরহাড়রপরহম করে থাকেন। মুল্য পরিশোধের জন্য হুন্ডির যে টাকা প্রয়োজন পড়তো তা এবছর তাদের প্রয়োজন পড়েনি। ধরে নেওয়া যায় স্বর্ণ চোরাচালানও এবছরে কম হয়েছে ফলে তাদেরও হুন্ডির টাকা দরকার ছিলোনা। কোভিড ১৯ এর কারণে অনেক অভিবাসীকে দেশে ফেরত আসতে হচ্ছে। যাঁদের চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁরা তাদের সঞ্চয় ভাগেভাগে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সাথে করে বেশি টাকা আনা যায় না। বিদেশে থাকা অনেকে সঞ্চয় ভেঙে টাকা দেশে পাঠাচ্ছেন। করোনা, বন্যা ইত্যাদির কারণে সংকটকালীন সময়ে অনেকে টাকা পাঠাচ্ছেন। অনেকে সংকটে থাকলেও ঈদের সময়ে টাকা পাঠিয়েছেন। বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে। সে অনুযায়ী, ১ জুলাই ২০১৯ থেকে প্রবাসীরা প্রতি ১০০ টাকার বিপরীতে ২ টাকা প্রণোদনা পাচ্ছেন। বাজেটে এ জন্য ৩০৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা আছে। এর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক ব্যাংক আরও ১ শতাংশ বেশি প্রণোদনা দিচ্ছে।[১৩] বৈধপথে রেমিটেন্স বাড়ছে বলে এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, সব অভিবাসীই ভালো আছেন। আগামী বছরের রেমিটেন্স প্রবাহের গতিপ্রকৃতি অন্যরকম হতে পারে। রেমিটেন্স সবসময় কিউমিলিটিভ। এ বছরে যারা যান তাঁরা পরের বছর থেকে নিয়মিত রেমিটেন্স পাঠাতে শুর" করেন। এ বছরে লোক যেতে না পারা আগামী বছরের রেমিটেন্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।[১৪]

২. অভিবাসন খাতে গুর"ত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

২.১ কোভিড-১৯ এবং অভিবাসীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি

যেকোনো মহামারী পরিস্থিতিতে অভিবাসীরাই সবচাইতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকেন। ১৯৩০ এর বিশ্বমন্দা, ১৯৭৩ এর তেলসংকট, ১৯৯৭ এবং ১৯৯৯ সালের এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট বা ২০০৯-১০ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় অভিবাসীরাই সবচাইতে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। এ বছরের কোভিড সংকটেও সবচাইতে বিপদের মুখে ছিলেন অভিবাসী শ্রমিকেরা। ২০২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ড় বিশ্বের ১৮৬ টি দেশে অবস্থান করা বাংলাদেশীদের মধ্যে ৭০ হাজার জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ড় হয়েছেন। ঐ সময়কালে ১৩৮০ জন অভিবাসী কোভিডে প্রাণ হারিয়েছেন। ডিসেম্বর ২৭ পর্যন্ড় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২,৩৩০ এর অধিক বাংলাদেশী বিদেশে কোভিডে মৃত্যুবরণ করেছেন। একমাত্র সৌদি আরবেই মৃত্যুবরণ করেছেন ৯৮৯ জন অভিবাসী। অভিবাসনের দেশে অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার তুলনায় বাংলাদেশীদের মৃত্যু অনেক বেশি চোখে পরে। জুলাই মাস পর্যন্ড় সংযুক্ত আরব আমিরাতে কোভিড-১৯ মৃতের সংখ্যা ৩২৮। তাদের মাঝে ১২২ জনই বাংলাদেশী নাগরিক। কুয়েতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ৩৮২ জন। এদের ৬০ জনই বাংলাদেশী। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ড় সিঙ্গাপুরে

[12] https://samakal.com/editorial-subeditorial/article/201142294/
[13] https://www.prothomalo.com/business/
[14] https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/358899/

আক্রান্ড় অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ১,৫২,০০০ হাজার। এ দেশটিতে বসবাসরত মোট অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যার ৪৭ শতাংশ।[১৫] অর্থাৎ গত নয় মাসে সিঙ্গাপুরে থাকা অভিবাসীর অর্ধেকই কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ড় হয়েছে। শুধুমাত্র এখানেই বাংলাদেশী কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ড় হয়েছেন প্রায় ২৩ হাজার। অর্থাৎ সেখানে আক্রান্ড়ের ৪০ ভাগই বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক। তবে চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা যথাসময়ে নেওয়ায় দেশটিতে মাত্র ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মালদ্বীপে পর্যটন খাতে প্রচুর বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন যাদের অধিকাংশই অনিয়মিত। এখানে এক হাজার জন আক্রান্ড়ের খবর পাওয়া গেলেও কোন বাংলাদেশীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

২.২ কোভিড-১৯ এবং অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা

আন্ড়র্জাতিক শিষ্ঠাচার অনুযায়ী দুর্যোগকালে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শ্রমগ্রহণকারী দেশের। সৌদি আরব, কুয়েত এবং কাতার অভিবাসী শ্রমিকদের বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টেস্ট এর সুযোগ পাবে বলে ঘোষণা দেয়। তারা নিয়মিত ও অনিয়মিত অভিবাসীর ভেতরে কোন তফাৎ করা হবেনা বলেও নিশ্চিত করে। রামর"র সমীক্ষা অনুযায়ী কোভিডকালে শুধুমাত্র যাদের জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাদের ৪৬ ভাগের কোভিড টেস্ট হয়েছে। বাকিরা কোভিড টেস্ট ছাড়াই প্রত্যাবর্তন করেছেন। ধরা পরবার ভয় ছিল বিধায় অনিয়মিত অভিবাসীরা কোভিডের লক্ষণ দেখা দিলেও পরীক্ষা করতে যাননি। সিঙ্গাপুরে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ড় রোগীদের হোটেল অথবা নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

২.৩ জোরপূর্বক ডিপোর্টেশন

প্রত্যেক বছর সরকারি তথ্যভান্ডারে বিদেশে গমনকৃত অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যার ধারণা পাওয়া গেলেও ফেরত আসবার সঠিক তথ্য জানা যায়না। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর জন্য এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। সিঙ্গাপুরে কোভিড-১৯ এ প্রাণহানি কম হলেও মার্চ মাসেই স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছেন প্রায় ১২,০০০ হাজার কর্মী। তবে ঐ দেশ থেকে জোরপূর্বক কোন কর্মী ফেরত পাঠানো হয়নি। এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হতে নভেম্বরের ৩০ তারিখ পর্যন্ড় দেশে ৩,২৬,৭৫৮ জন অভিবাসী ফিরতে বাধ্য হন। তাদের মধ্যে ২,৮৭,৪৮৪ জন পুর"ষ এবং ৩৯,২৭৪ জন নারী রয়েছেন।

২.৪ অভিবাসীকর্মীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিতকরণ

যেকোনো দুর্যোগ মুহূর্তে বিদেশে এবং দেশে উভয় স্থানে অভিবাসীদের নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অভিবাসী শ্রমিক কোভিড ছড়াতে পারে এই আশঙ্কায় তাদের দেশে পাঠাতে চেষ্টা করে অভিবাসনের দেশগুলো। অন্যদিকে দেশে ফিরে অভিবাসীরা নিজ দেশের নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ মানুষের কাছেও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। কোভিড সংকট দেখা দেবার পরপর সরকারের বিভিন্ন ঘোষণায় বলা হয়েছিল বিদেশ থেকে কেউ এলে তা দ্র"ত সরকারকে জানাতে। তাছাড়া তাদেরকে এবং তাদের বসবাসের জায়গাকে লাল পতাকা প্রতিস্থাপন করে বিপদজনক স্থান

[15]https://www.prothomalo.com/world/asia/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9C-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%96

হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে অভিবাসন অধিকার সংগঠনগুলো প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আন্ড়র্জাতিক দাতা ও অন্যান্যদের সাথে সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়ে টিভি, রেডিও মোবাইল ও নানা মাধ্যম ব্যবহার করে প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের উপর হতে বিরূপমনোভাব দূর করবার চেষ্টা করা হয়।

২.৫ দেশে ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের গ্রেফতার

২০২০ সালের ১৮ আগস্ট ভিয়েতনাম থেকে দেশে ফিরেন দালালের হাতে সর্বস্ব খোয়ানো ১০৬ জন শ্রমিক। প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন শেষে তাদের ভেতর হতে ৮১ জন কে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে। এদের প্রত্যেকে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে সঠিক পথেই ভিয়েতনাম যান।[১৬] সেখানে দালালরা চুক্তির বরখেলাপ করে স্বল্পমেয়াদী ছোট কাজ দিলে এক পর্যায়ে তারা কর্মহীন হয়ে পরেন এবং দেশে ফেরত পাঠানোর দাবিতে বাংলাদেশী দূতাবাসের সামনে আশ্রয় নেন। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ২১৯ জনকে একইভাবে ৫৪ ধারার মামলায় কোয়ারেন্টাইন শেষে গ্রেফতার করা হয়।[১৭] এদের বেশিরভাগ মদ্যপান বা টেলিকমনীতি লঙ্ঘের মতো লঘু অপরাধের জন্য সংশিণ্টষ্ট দেশে জেলে আটক ছিলেন। বন্দীদের কাউকেই প্রত্যর্পণ চুক্তিতে দেশে ফেরত আনা হয়নি। ভিয়েতনাম ফেরত ৮১ জন ও কাতারফেরত ২ জন, মোট ৮৩ জন অভিবাসী শ্রমিকদের বির"দ্ধে মামলা ও বিনা অপরাধে জেলহাজতে আটকে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে মনে করে বিসিএসএম এবং তাদের মুক্তির দাবি জানায়।[১৮]

২.৬ কোভিড-১৯ এবংশ্রমবাজার

অক্টোবর ২০২০ থেকে ২,৪৬৪ জন নতুন অভিবাসী বিভিন্ন দেশে কাজে যোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশ সম্প্রতি রোমানিয়ার কাছ থেকে ৯১ জন দক্ষ পণ্ঢাম্বার, ওয়েল্ডার, ম্যাসন এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান এর চাহিদাপত্র পেয়েছে। রোমানিয়ায় শ্রমঅভিবাসনের জন্য খরচ নির্ধারিত হয়েছে প্রায় এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ৬১৫ থেকে ১৪০০ ইউএস ডলার পর্যন্ড় পারিশ্রমিক পেতে পারে।[১৯] বাংলাদেশ সরকার কম্বোডিয়া, পোল্যান্ড, চীন, ক্রোয়েশিয়া ও সিশেলসে শ্রমিক পাঠাবার চেষ্টা করছে। এই বছরের শুর"তে কাতার বাংলাদেশের শ্রমিকদের কোটা বাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু কোভিডের কারণে এখনো বিষয়টি থেমে আছে। ডিসেম্বরে সিঙ্গাপুরের মন্ত্রি তানসি লেং জানান বিদেশ থেকে কর্মী আনবার ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার দিবে। দক্ষ কর্মীগ্রহণের লক্ষ্যে সিঙ্গাপুর ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার চালু করবে। বাংলাদেশ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীও নিয়োগ করবে সিঙ্গাপুর। শ্রমিকদের সেখানে পুনর্নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষমাণ বাংলাদেশী অভিবাসন প্রত্যাশীকর্মীদের সিঙ্গাপুরে আগমন সহজ এবং দ্র"ততর করবার জন্য বাংলাদেশের আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দরগুলো বা সুবিধাজনক স্থানে সিঙ্গাপুরের নিজস্ব অর্থায়নে হেলথ স্ক্রিনিং বা কোভিড-১৯ টেস্ট সেন্টার স্থাপন করা হবে।[২০]

[16]https://mzamin.com/article.php?mzamin=241440
[17]https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/819389.details
[18]https://www.thedailystar.net/release-those-migrants-jailed-after-bangladesh-return-1948165
[19]https://www.thefinancialexpress.com.bd/trade/romania-opens-door-to-skilled-bangladeshi-workers-1605930176
[20]https://www.ittefaq.com.bd/abroad/203977/

২.৭ ছুটিতে এসে আটকে পরা অভিবাসী এবং পুনরায় কাজে যোগদান

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকে কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য অসংখ্য মানুষের যাওয়া আটকে গেছে যার সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। এরা অনেকেই ছুটিতে এসে আটক পরে গেছেন। সেওঁদি আরবের বাইরে আরো বিভিন্ন দেশে থেকে ছুটিতে আসা অভিবাসীও দেশে আটকে পড়ে ছিলেন। গত অক্টোবর ২০২০ নাগাদ ২,৮৪০০০ অভিবাসী কর্মী নিজ কর্মস্থলে ফেরত গেছেন।[২১] যা গত বছরের একইসময়ে ফেরত যাওয়া অভিবাসীর সংখ্যার চেয়ে ২৬% বেশী।[২২]

২.৮ বাংলাদেশে আইন এবং নীতি পরিবর্তন

২. ৮.১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অভিবাসন

বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি প্রায় সমাপ্ত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ২০২১-২০২৫। গতবারের পরিকল্পনার সাথে তুলনা করে ও আগামী ৫ বছরে কোভিড ১৯ সংক্রমণের প্রভাবকে মাথায় রেখে এ বছর পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ বছর কোভিড সংক্রমণের ক্ষতিকর প্রভাব হতে পুনর"দ্ধার, জিডিপির বৃদ্ধি তরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়।[২৩] এ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা অত্যন্ড় গুর"ত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে কারণ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিবে কোভিড ১৯ এর ফলে সৃষ্ট স্বল্পমেয়াদী বেকারত্ব ও বিদেশ থেকে চাকুরিচ্যুত অভিবাসীকর্মীদের পুনরায় বিদেশ ফেরত পাঠানো। এছাড়া কোভিড ১৯ মহামারীর প্রভাব যে সার্বজনীন একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আবার মনে করিয়ে দিলো তার ওপর ভিত্তি করে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর স্বল্পতা, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, স্বাস্থ্য সংক্রান্তসুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার কথা মাথায় রেখে এবারের পরিকল্পনাটি করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে ভিশন ২০৪১ বাস্ড়বায়নের উদ্দেশ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যগুলো অর্জন করা, ২০৩১ সাল নাগাদ দেশ থেকে চূড়ান্ড় দারিদ্র্য দূর করা, ও দেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া।[২৪] এছাড়া এ পটভূমির উপর ভিত্তি করে কোভিড ১৯ এর প্রভাব থেকে মানব স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আয় এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনর"দ্ধার করাও এ পরিকল্পনার একটি বড় অংশ।

গতবারের পরিকল্পনাটির এডিপি এক্সপেনডিচার টার্গেটের সাথে প্রকৃত অর্জন মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি খাতে এডিপি এক্সপেনডিচার টার্গেট করা হলেও তা ছিলো খুবই সামান্য। শিক্ষা খাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০১৬-২০২০ সালে এডিপি এক্সপেনডিচার টার্গেট ছিলো যথাক্রমে ০.৭, ০.৯, ১.০ ও ১.১ শতাংশ, কিন্তু

---

[21] 2,84,000 expats go abroad by October 15, finance minister says, Financial Express, October 15, 2020

https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/284000-expats-go-abroad-by-october-15-finance-minister-says-1603296614

[22] Ibid

[23] Saifuddin Saif, 8th 5-year plan: Quick recovery from pandemic shocks gets top priority, 28 September, 2020 https://tbsnews.net/bangladesh/8th-5-year-plan-quick-recovery-pandemic-shocks-gets-top-priority-138880

[24] Ibid

বছরগুলোতে এডিপি এক্সপেনডিচারের প্রকৃত পরিমাণ ছিল ০.৬, ০.৮, ০.৬ ও ১.০ শতাংশ যা পরিমাণে খুবই সামান্য।[২৫] অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিকসুরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী ধরার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু তা অবশ্যই হতে হবে যথাযথ। শিক্ষাখাতে ভবিষ্যৎ অভিবাসী শ্রমিকদেরকে সুষ্ঠুভাবে কাজের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক এবং মূল্ধারার এসএসসি এবং এইচ এস সি ডিগ্রির পরিবর্তে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু এখন সময়ের দাবী। মূল শিক্ষায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা একত্রিত করলে বিদেশগামী অভিবাসীরা তাদের এসএসসি এবং এইচএসসি সার্টিফিকেটকেই তার বিশেষ বৃত্তির সার্টিফিকেট হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন। মুলধারার শিক্ষা কর্মসূচির সাথেই বৃত্তিমূলক শিক্ষা একীভূত হলে এর মাধ্যমেই দক্ষকর্মী গড়ে তোলা সম্ভব।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চাকুরির সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ১২.৯ মিলিয়ন যার ভেতর ১০.৯ মিলিয়ন দেশে ও ২ মিলিয়ন বিদেশে।[২৬] কিন্তু দেখা গেলো ২০১৬-২০২০ সালের ভেতর সর্বমোট ৯.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান করা হয়েছে।[২৭] যা সংখ্যায় প্রস্ড়াবিত সংখ্যার কম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ব্যবসাগুলোর ধীর বৃদ্ধির কারনেই এমন কর্মসংস্থানের সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা অতিমারী এ ক্ষেত্রে আরও ভূমিকা রাখবে কারণ এ সময়েই হাজার হাজার কর্মী দেশে ও বিদেশে চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরেই দেশে বিদেশে চাকুরির সংস্থান করা হবে একটি গুর"ত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে অভিবাসীগনের পুনরায় বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া অথবা যারা সম্পূর্ণরূপে দেশে ফেরত চলে এসেছেন তাদের জন্য দেশেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এ পরিকল্পনায় জোরেশোরে আসা প্রয়োজন।

২০২০ অর্থবছরে যে পরিমাণ কর্মী কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার কথা ছিল সে তুলনায় ৩% কম বর্তমানে কৃষিতে নিয়োজিত রয়েছে।[২৮] কোভিড ১৯ ও দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আম্ফান এবং বণ্যা কৃষিখাতের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে আর এর মাঝে কমতে থাকা কর্মীসংখ্যা যোগ করেছে আলাদা বিপর্যয়। কৃষিক্ষেত্রে এ চাপ কমিয়ে আনার জন্য ও কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে চাকুরি হারিয়ে ফিরে আসা অভিবাসীকর্মীদের কৃষিকাজে উৎসাহী করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুক্ত করা প্রয়োজন। এতে করে প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদের কর্মসংস্থানও করা সম্ভব হবে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের ভুমিকাও অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ। ২০২০ সালে শিল্পখাত এর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে যা ২০১৫ অর্থবছরে ছিল ৩০.৪% এবং ২০২০ সালে এসে তা দাড়িয়েছে ৩৫.৪%।[২৯] কিন্তু এরপরও কোভিড ১৯ এর কারনে চাহিদার স্বল্পতা থাকায় শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ড় হয় যার ভেতর উলেণ্ঢখযোগ্য হলো ক্ষুদ্রশিল্পগুলো। এ শিল্পখাতকে পুনরায় চাঙ্গা করার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে তাতে কোভিড ১৯ এ প্রত্যাবর্তিত অভিবাসীদেরকে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ থাকা প্রয়োজন। আর্থিক প্রণোদনার একটি টার্গেট গ্রুপ হিসেবে অভিবাসীদের বিবেচনা করা উচিৎ।

[25] The Eighth Five Year plan, Addressing Covid 19 Challenges and Sustainable, LDC Graduation, Center for Policy Dialogue, 8 December, 2020
[26] Ibid
[27] Ibid
[28] Ibid
[29] Ibid

রামরু'র ২০১৫ ও ২০১৯ এর গবেষণায় দেখা গেছে অভিবাসী পরিবারগুলোর ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অনভিবাসী পরিবারগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের লক্ষ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ঋণদান প্রকল্পগুলোর ব্যাপারে যেসব পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়েছে তাতে অভিবাসী পরিবারের দেশে থাকা সদস্যদের গুর"ত্বপূর্ণ টার্গেট গ্রুপ হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ।

২.৮.২: অভিবাসীদের জন্য ঋণ প্রকল্প

ফিরে আসা অভিবাসীদের পূর্ণবাসনের জন্য ওয়েজ আর্নাস ওয়েল ফেয়ার বোর্ড ২০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ প্রণোদনা প্রকল্প গ্রহন করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষণা দিয়েছে, যারা করোনাভাইরাসের কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, সেই শ্রমিকদের বিদেশে কর্মক্ষেত্রের কাগজ প্রদর্শন না করেও ৫ লাখ টাকা করে ঋণ দেওয়া হবে। তবে এর বেশি কেউ চাইলে তাকে ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের কাগজপত্র দেখাতে হবে। প্রত্যাগত শ্রমিক বা তাদের পরিবারের সদস্যরা সর্বোচ্চ ৪% সুদে এক লাখ টাকা থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। [৩০] বিদেশ থেকে বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসাদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রকল্প ও কর্মসংস্থার সৃষ্টির জন্য অনলাইন নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (যঃঃঢ়ঃ//ঁঁি.ড়ষফ.নসবঃ.মড়া.নফ/ইগউঞ/ৎবঃঁৎহগরমৎধহঃ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের বিদ্যমান নীতিমালার বাইরে গিয়ে বর্তমানে করোনাভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নির্বিশেষে সকল প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য তিন লাখ টাকা প্রদান করা হচ্ছে[৩১] যা শুধুমাত্র মৃত বৈধ অভিবাসী কর্মীর পরিবারকে প্রদান করা হত। বিসিএসএম সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে একটি খোলা চিঠি লিখে বিপন্ন অভিবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কোভিড ১৯ সমর্থন কর্মসূচির আওতায় একটি তহবিল গঠন করতে অনুরোধ জানান। এর ঠিক ২০ দিন পরে ১৪ মে, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী অকাল প্রত্যাবর্তনকারীদের সহায়তার জন্য এই ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেন এবং ২০২১ বাজেটে এই বরাদ্দ দেন।
সেই তহবিলে আসা ২৫০ কোটি টাকা থেকে পুর"ষ কর্মীদের জন্য ৯ শতাংশ সুদে ও নারী কর্মীদের জন্য ৭ শতাংশ সুদে ঋণ বিতরণও শুরু হয়েছে। এই ঋণ দেওয়া হবে ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ বেশ কিছু খাতেও এ ঋণ নিতে পারবেন প্রবাসীরা।[৩২]

২. ৮.২ মধ্যস্বত্বভোগীদের বৈধকরণ

২০২০ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মধ্যস্বত্বভোগীদের বৈধ প্রক্রিয়ায় আনার জন্য নিবন্ধন করার প্রক্রিয়া শুরু। অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং অভিবাসীদের হয়রানি বন্ধে ২০০১ সাল থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের বৈধ প্রক্রিয়ায় আনার পরামর্শ দিয়ে আসছে রামরু। ২০১৮ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকেও এমন পরামর্শ দেওয়া হয়। নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির সভায়। মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে একটি খসড়া রূপরেখা তৈরি করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। রিক্রুটিং এজেন্সির হয়ে কাজ করা সাব-এজেন্টদের (মধ্যস্বত্বভোগী) বৈধ প্রক্রিয়ায় আনা বা নিবন্ধনের প্রক্রিয়ার খসড়া তৈরি করে

[30] https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/358899/
[31] https://www.rtvonline.com/bangladesh/98626/

[32] https://www.prothomalo.com/bangladesh/

জমা দেবে কমিটি। ১৭ ধরনের সেবা দিলেও ২০১৩ সালে জারি করা অভিবাসন আইনে দালালদের বিষয়টি রাখা হয়নি। অভিবাসন খাতের বিদ্যমান কাঠামোয় দালাল দূর করা সম্ভব নয়। তাঁদের আইনি কাঠামো এবং জবাবদিহির মধ্যে আনা প্রয়োজন। দালাল নিবন্ধন করে বছরে অন্ড়ত ৩ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব। রামরু দালাল নিবন্ধনকে বায়রার প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের একটি পথ হিসেবে দেখেছে। রামরু মনে করে, ৬৫ জেলায় বায়রা তার নিজস্ব স্থাপনা তৈরী করে তার মাধ্যমে সে জেলায় দালালদের নিবন্ধিত করতে পারে। বায়রার প্রথম অফিস স্থাপনের খরচ ওয়েজ আর্নার্স ওয়েল ফেয়ার ফান্ড থেকে হতে পারে। পরবর্তীতে প্রতিটি রিক্রুটিং এজেন্সি দালাল ব্যবহারের জন্য যে ফি দেবে তাই দিয়ে অফিস পরিচালনা করা সম্ভব।

সম্প্রতি শ্রম অভিবাসন বিষয়ক সংসদীয় কমিটির প্রধান জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি নিবন্ধকরণ এর দায়িত্ব বিএমইটিকে প্রদানের প্রস্তাব করেন। বিএমইটি হ'বে মূল কেন্দ্রবিন্দু। বিএমইটি সরাসরি নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করবে। রিক্রুটিং এজেন্সি সেই নিবন্ধিত দালালদের মাধ্যমে লোক সংগ্রহ করবে। যারা আছে তারাই কাজ করবে। [৩৩]

২. ৮.৩: কাতার ও সৌদি আরবে 'কাফালা' ব্যবস্থায় পরিবর্তন

'কাফালা' কার্যকরভাবে বাতিল করেছে কাতার। এ পদ্ধতি বাতিল হলে প্রবাসী কর্মীদের প্রয়োজনে কফিল পরিবর্তন সম্ভব হবে। চুক্তিতে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী চলাচলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন। এছাড়া, ন্যূনতম মজুরি বিধির ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের শ্রমিকদের আবাসন ও খাবারের দায়িত্ব নিতে হবে। দেশটিতে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি এক হাজার কাতারি রিয়াল (২৭৫ মার্কিন ডলার) নির্ধারণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। তবে নিয়োগকর্তারা চাইলে ''পলাতক'' কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। কাফালা বাতিলের সিদ্ধান্তটি সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে, আইনটি কার্যকর হতে আরও অন্তত ৬ মাস সময় লাগবে। [৩৪]

২০২১ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই সৌদি আরবেও বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে 'কফিল' বা 'কাফালা' প্রথা। এই ব্যবস্থা বাতিলের পর কোনো ব্যক্তি নয়, প্রবাসীদের স্পন্সর হবে সেদেশের শ্রম মন্ত্রণালয়। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ২০১৮ সালের ১৪ মে সৌদি মন্ত্রিসভায় কাফালা পদ্ধতি বাতিল সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে নিয়োগকারী এবং প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।[৩৫]

২. ৯ মানব পাচার এবং অনিয়মিত অভিবাসন

সাগরপথে অভিবাসনঃ বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার দর"ন দীর্ঘদিন ধরে লিবিয়াতে অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞাসত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরেই মানবপাচারকারীদের সহায়তায় বাংলাদেশীরা লিবিয়াকে ট্রানজিটর"ট ধরে সেখান থেকে সাগরপথে ইউরোপে যাবার চেষ্টা করছে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ড় লিবিয়ান কোস্ট গার্ড দ্বারা ১০,৯৫০ জন উদ্বাস্তু এবং অভিবাসিদের সাগর থেকে উদ্ধার করা হয় এবং লিবিয়ায় তীরে নামিয়ে রেজিস্টার করানো হয়।[৩৬]

[33]Webinar on Middleman, organised by RMMRU on 29th November 2020
[34] https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/08/31/26885/
[35] https://www.ittefaq.com.bd/national/194741/

[36]https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-4-december-2020-enar

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী অন্তত ৯০০ মানুষ গত এক বছরে অনিয়মিত অভিবাসন এর উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মারা গেছেন।[৩৭] এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে লিবিয়ার উপকূল হতে নৌকাডুবির ঘটনায় উদ্ধার করা হয়েছে ২২ জন বাংলাদেশীকে।[৩৮] বাংলাদেশীরা সুদান ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ হয়ে প্রথমে লিবিয়া যান এবং সেখান থেকে ইউরোপের নানা দেশে, বিশেষ করে ইতালি ও গ্রিসে যাবার চেষ্টা করেন। ইদানিং মানবপাচারকারি চক্র বাংলাদেশ থেকে ভারত, দুবাই, তুরস্ক, লিবিয়া হয়ে তিউনিশিয়ার উপকূল দিয়ে নৌকার মাধ্যমে ইতালি প্রেরণের আরেকটি পথ তৈরি করেছে। এই বছরের লিবিয়া থেকে জানুয়ারি মাসে ১৪৮ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ১৬৪ জন অভিবাসী ফেরত আনা হয়।[৩৯]

জঙ্গলপথে মানবপাচারঃ অক্টোবর মাসে বসনিয়া- হার্জেগোভিনার জঙ্গলে এবং পরিত্যাক্ত ভবনে অভিবাসন প্রত্যাশী ৫০০ জন আটককৃতের মধ্যে ৩০০ জনই ছিলেন বাংলাদেশী।[৪০] ক্রোয়েশিয়ার সীমান্তবর্তী ভেলিকাক্লাদুসা শহরের কাছের জঙ্গলে আটকে থাকা এসমস্ত অভিবাসনপ্রত্যাশীর শেষ গন্তব্য ছিল ইটালি। প্রচন্ড শীতে গাছের সাথে পলিথিন বেঁধে পাহাড়ের ঢালে বানানো তাবুতে গাদাগাদি করে তারা অবস্থান করছেন। সেখানে নেই পর্যাপ্ত খাবার ও জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা। বসনিয়া ও অস্ট্রিয়ার কূটনৈতিকসূত্র এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও ইন্টারপোলের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইতালি যাবার উদ্দেশ্যে অন্তত দেড় হাজার বাংলাদেশী মানবপাচারকারির ফাঁদে পরে বলকানের দেশ বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া আর ক্রোয়েশিয়াতে গিয়ে পৌঁছান। বসনিয়াতেই গেছেন ১৩০০ জন। চলতি বছরের জুলাইয়ে মেসিডোনিয়ায় গ্রিস সীমান্তের কাছে ট্রাক থেকে ২১১ জন অভিবাসীকে পুলিশ উদ্ধার করে যাদের মধ্যে ১৪৪ জনই বাংলাদেশী। সেপ্টেম্বরে স্লোভেনিয়াতে অবৈধভাবে প্রবেশের জন্য গ্রেফতারকৃত ১১৩ জন অভিবাসীর মধ্যে ৫২ জন বাংলাদেশী।[৪১] বসনিয়ার সরকারী হিসাবমতে এ বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অভিবাসন প্রত্যাশীর সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার এবং বাংলাদেশীর সংখ্যা সেখানে ২৫৫৩ জন।[৪২] এই সংখ্যা ২০১৯ সালের বসনিয়ায় বাংলাদেশী অভিবাসন প্রত্যাশীদের

[37]https://www.dw.com/bn/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8C%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A4-%E0%A7%AD%E0%A7%AA/a-55583961

[38]https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%96%E0%A7%8B%E0%A6%81%E0%A6%9C-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A7%A7%E0%A7%AC

[39]https://www.bbc.com/bengali/news-54398303

[40]https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF

[41]https://www.jagonews24.com/probash/news/619306

[42] https://www.ntvbd.com/world/%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%9F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-

তিন গুনেরও কিছু বেশি (৭৮২)। অস্ট্রিয়া ও নেদারল্যান্ডসের কূটনৈতিক সূত্রমতে ভূমধ্যসাগর দিয়ে মানবপাচারের পথ দুরূহ রূপ ধারণ করায় বলকানের দেশগুলোতে মানবপাচারের সাথে জড়িত অন্যান্য অপরাধ যেমন শ্রমদাস, মুক্তিপণ দাবি, নির্যাতন ইত্যাদি ও ঘটতে শুর করেছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে ১৩ বাংলাদেশীকে ইতালি পাচারের অভিযোগে বসনিয়ার কোস্ভ্রনিকা শহর হতে তিন মানবপাচারকারিকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে জেনিয়া শহর হতে একজন স্থানীয় নাগরিককে পাঁচ বাংলাদেশীকে পাচারের অভিযোগে আটক করা হয়।

২.১০ ২৬ জন অভিবাসীর অকালমৃত্যু

২০২০ সালের জুন মাসে লিবিয়ার মিজদা শহরে ৩০ জন অভিবাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয় যাদের মধ্যে ২৬ জন ছিলেন বাংলাদেশী এবং চারজন সুদান নাগরিক। আহত হন আরও ১১ বাংলাদেশী।[৪৩] মৃত মানবপাচারকারী ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে এই হত্যাকা ঘটান।[৪৪] এই হত্যাকা র মাত্র পাঁচমাস আগে তারা ইতালি যাবার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছিলেন এবং লিবিয়ার বেনগাজি থেকে ত্রিপোলি হয়ে ইউরোপ যাত্রার পথে তারা দুই দফা অপহরণকারীদের হাতে জিম্মি হন। চলতি বছরের অগাস্ট মাসে লিবিয়ায় মানবপাচারকারী চক্রের বন্দীশালায় ২৮ জন বাংলাদেশীর অমানসিক নির্যাতনের শিকার হবার খবর পাওয়া যায়।[৪৫] পাচার হওয়া অভিবাসন প্রত্যাশীদের বন্দীশালায় রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং এসমস্ড় ঘটনার ভিডিও ও কান্নার শব্দ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশে অবস্থানরত পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়স্বজনকে শুনিয়ে চুক্তির টাকাসহ অতিরিক্ত অর্থ মুক্তিপণ হিসাবে নেওয়া হয়।

২.১১ বিমানবন্দরে দেশে ফেরত আসা অভিবাসীদের জন্য জর রী সেবা

কোভিড-১৯ এর জন্য সতর্কতাস্বরূপ অসুখের লক্ষনহীনতার সার্টিফিকেট এবং শারীরিক পরীক্ষার জন্য বিমান হতে অবতরণের পর তাদের কে প্রায় ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা বিমানবন্দরে অবস্থান করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় অনেক প্রতিষ্ঠান এ সমস্ড় আটক থাকা অভিবাসীদের জন্য খাবার ও চিকিৎসার সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ব্র্যাক এ বছর পেশাদার কাউন্সিলর দ্বারা ফিরে আসা ১১১ জন অভিবাসীকে কাউন্সিলিং সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও ৬৩২২ জনকে এয়ারপোর্টে ইমারজেন্সি সাপোর্ট প্রদানসহ মানবপাচার বন্ধ করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিএনএসকে বিমানবন্দরে চলতি বছর জর রীখাদ্য, ত্রাণ, মাস্ক ও নিরাপত্তাসামগ্রী বিতরণ করেছে। এছাড়া দুঃস্থ অভিবাসীদের বিমানবন্দর থেকে নিজ আবাসে ফিরে যাবার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অসুস্থ ফেরত অভিবাসীর তাৎক্ষনিক চিকিৎসা ও হাসপাতাল এর ব্যয়বহন করতেও এগিয়ে এসেছে এসমস্ড় প্রতিষ্ঠান। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে বিপুলসংখ্যক মহিলা চাকরি হারিয়ে দেশে ফিরে আসছে।

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%93%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-816729

[43] https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%A1%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A7%A8%E0%A7%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BE

[44]https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A7%A8%E0%A7%AC-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE

[45]https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/332665/

তাদের মধ্যে বেশিরভাগ শারীরিক, মানসিক এবং যৌননির্যাতনের শিকার। রামরা এসমস্ড় জেন্ডার ভায়োলেন্সে ভুক্তভোগী নারীদের জন্য ঢাকা শাহজালাল আন্ড়র্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত দক্ষিনখান এলাকায় একটি সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে নারীদের তাৎক্ষণিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করা হয় এবং ওয়েজ আরনারস ওয়েলফেয়ার বোর্ডেও সহযোগিতায় ঠিকানাবিহীন দেশে ফেরত নারী অভিবাসীদের আত্মীয়স্বজনদের খুঁজে বের করে প্রমাণ নিশ্চিত করে তাদের কাছে হস্ড়ান্ড়র করা হয়। এখন পর্যন্ড় ৫৬৩৪ জন প্রত্যাবর্তনকারীকে খাবারসহ শারীরিক ও মানসিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.১ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও)

বিএমইটি'র অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস রয়েছে।[৪৬] বেশ কিছুদিন ধরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬৫ জেলায় জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৮টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে এ বছর ২২টি ডিইএমও অফিস স্থাপনের অনুমোদন পেয়েছে এবং ৪টি বিভাগীয় (ডিইএমও) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএমইটি-র আরো কিছু কার্যক্রম ডিইএমও-র মাধ্যমে বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়েছে। ৪২টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ৬টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৩.২ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)

বিএমইটির অধীনে দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষ্যে সারা দেশে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা টিটিসি (টেকনিকেল ট্রেনিং সেন্টার) ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) চালু আছে।[৪৭] এবং ৩টি শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দপ্তর এর মাধ্যমে ৭৬ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪০টি টিটিসি নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে, উপজেলা পর্যায়ে আরও ১০০টি টিটিসি নির্মাণের প্রকল্প রয়েছে। আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য টিটিসি কর্তৃক ঘঞ্ঠছঋ পদ্ধতিতে ১৫ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।[৪৮] বর্তমানে ৪২টি টিটিসিতে ভাষা কোর্স চালু রয়েছে ২৯টি টিটিসিতে জাপানী ভাষা, ১১টি টিটিসিতে ইংরেজী ভাষা এবং ২০টি টিটিসিতে কোরিয়ান ভাষা শেখানো হয়। এছাড়াও বিএমইটি সিটি এন্ড গিল্ডসের অধিনে ৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭ কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বর্তমানে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী টিটিসি'র সংখ্যা ৪২ টি এবং ৩৯ টি টিটিসি তে প্রশিক্ষণের সময়সীমা ২১ দিন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ দিন করা হয়েছে ।

করোনা পরিস্থিতিতে ফিরে আসা প্রবাসীদের ঋণ দেয়ার জন্য ৩৮টি ট্রেড ঠিক করা হয়েছে। তাই জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এখন টিটিসিতে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ চালু করতে যাচ্ছে। প্রথমত কোভিড-এর পর নতুন যারা বিদেশে কাজ করতে যাবেন। দ্বিতীয়ত, যারা ফিরে এসেছেন তারা যদি আবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান তাদের যদি কোনো

[46] http://www.bmet.gov.bd/site/page/53e682c1-3a63-4b6f-a69f-00fb5032208d/-
[47] প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
[48] https://m.somoynews.tv/pages/details/253224?fbclid=IwAR3jJ-fs_mUozbRO58quW-Yz4dGP0NhONdapDsaiNhQf7gccgejJWlGpkwc

প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয় তা দেয়া হবে। বাইরে যারা ঋণ নিয়ে এদেশেই আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা করবেন তাদেরও কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।[৪৯]

৩.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল

করোনাকালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে বেশকিছু গুরুত্বপুর্ণ কাজ করা হয়েছে। করোনা সংক্রমনের শুরুতে ২৯ এপ্রিল থেকে ৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসা প্রায় ৬০০০ কর্মীকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা করে মোট ২ কোটি ৯৭ লাখ টাকা তাৎক্ষণিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবের ডিপোর্টেশন সেন্টারে অবস্থানরত মোট ২০৭ জন নারী কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে বিমান ভাড়া প্রদান করে দেশে ফেরত আনা হয়েছে। একইভাবে লেবানন থেকে ৯৫ জন কর্মী এবং ভিয়েতনামে আটকে পড়া ১০৫ জন কর্মীকে দেশে ফেরত আনা হয়েছে। [৫০] করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ২০০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। করোনা মহামারী পরিস্থিতি বিবেচনায় করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নির্বিশেষে সকল প্রবাসী কর্মীর পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।[৫১] ফেরত আসা কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশনের জন্য ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ সেবা শক্তিশালীকরণের এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে ।

২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৮৩,৬৮২ জন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলে বাধ্যতামূলক চাঁদা হিসেবে ৩৫০০ টাকা করে মোট ৬৪,২৮,৮৭,০০০ টাকা জমা দিয়েছে। এই তহবিলের অন্যান্য উৎস যেমন রিক্রুটিং এজেন্সী সমূহের লাইসেন্সের খরচ বাবদ জমাকৃত অর্থের সুদ, বিদেশের দূতাবাস হতে কনসুলার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ এবং ওয়ার্ক পারমিট এবং কাজের ডিমান্ড, সত্যায়িত করার ফি ইত্যাদি যোগ দিলে এই তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ আরও বৃহৎ হবে। এই ফান্ড ব্যবহার করে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত মোট ১১,৭৩৬ জন কর্মীকে প্রাকগমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২৬৩৮ জনের মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ মোট প্রদান করা হয়েছে ৯২.৩৩ মিলিয়ন টাকা। নভেম্বর পর্যন্ত ৭২৭ জন মৃত অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪১৭.০২ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে ৪১৪১ জনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ১২২৯. ৫৯ মিলিয়ন টাকা। ২২৫ জন অসুস্থ অভিবাসীকে প্রদান করা হয়েছে ২১.১৭ মিলিয়ন টাকা। অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগাতে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক শেষ বর্ষ পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০২০ সালে নভেম্বর পর্যন্ত ২৩৬৮ অভিবাসী কর্মীর সন্তানদের ৪০,২৫,১০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। নির্যাতন, হয়রানি অথবা নিরাপত্তা জনিত সমস্যায় পড়া নারী কর্মীদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ৩টি দেশে (সৌদি আরবে ৩টি, ওমানে ১টি ও লেবাননে ১টি) সেইফ হোম স্থাপন করা রয়েছে। এছাড়া এ অর্থ প্রশাসনিক কাজে যেমন মিশনসমুহের সাথে অনলাইন যোগাযোগ, অফিস অটোমেশন, কল সেন্টার স্থাপন, বোর্ডের অফিস স্থাপন, বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড প্রদান, দূতাবাসসমূহে গাড়ি প্রদানসহ কিছু কর্মীর বেতন, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন

[49] https://www.dw.com/bn/
[50] https://www.banglatribune.com/national/news/635183/
[51] https://www.newsgarden24.com/news-view/4671?

প্রকল্প, এসি ক্রয়, গাড়ির তেলের দাম, বাজার খোঁজার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর খাতে এই অর্থ থেকে ব্যয় করার প্রবণতা দ্রুত কমিয়ে শ্রমিকদের সরাসরি সেবায় এই তহবিলের অর্থ ব্যয় অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে।

৩.৪ লেবার এ্যাটাশে

করোনাকালীন সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম কল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় ১১ কোটি টাকার ওষুধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। জর্ডানে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশি বন্দীদের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিসপত্র হস্তান্তর করতে আম্মানের জোয়াইদেহ পুনর্বাসন কেন্দ্রে দূতাবাসের পক্ষ থেকে পোশাক, সাবান ও টেলিফোন কার্ড সম্বলিত ১০৩টি বাক্স হস্তান্তর করেন।[৫২]

৩.৫ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২০২০ সালে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক মোট ২৫৮৫ জনকে ৪৫.৫২ কোটি টাকা অভিবাসন ও পুনর্বাসন ঋণ প্রদাণ করেছে। যার মধ্যে ২৫৬০ জনকে অভিবাসন ঋণ বাবদ ৪৫.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করছে। এর বিপরীতে উক্ত সময়ে ৫৬.৩৫ কোটি টাকা ব্যাংক আদায় করেছে। অপরদিকে পুনর্বাসন ঋণ বাবদ মাত্র ২৫ জনকে ০.৩৪ কোটি টাকা প্রদান করেছে এবং ০.১০ কোটি টাকা আদায় করেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই ব্যাংক থেকে কোন ঋণ প্রদাণ করা হয়নি।

ফেরত আসা অভিবাসীদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন ঋণ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪১১ জন এই ঋণ নিয়েছেন। যার পরিমাণ ৮ কোটি টাকা।[৫৩] গত ১৫ জুলাই ২০২০ হতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে মাত্র ৪ শতাংশ সরল সুদে ও সহজ শর্তে ওই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ঋণ প্রদানের গাইডলাইন জটিল হওয়ায় এটি শ্রমিকদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পরে ১৭ সেপ্টেম্বর সরকার কয়েক দফায় সংশোধনের পর একটি নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করে। আগের গাইডলাইনে কোনো প্রকল্পের জন্য ঋণ পেতে হলে তাকে এক বছরের আয় এবং ব্যয়ের বিবরণ জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। পরে এই বাধ্যবাধকতা সরানো হয়েছে। এখনো কয়েকটি বাধ্যবাধকতার জন্য অনেকেই ফরম পূরণ করতে অসুবিধায় ভোগেন।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে নীতিমালায় বলা হয়, ১৮ বছর বয়সী আবেদনকারীকে ব্যাংকের শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী, এক ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবে ব্যাংক। সরল সুদের এই ঋণের মেয়াদ হবে খাত অনুযায়ী এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। আবেদনকারীর পাসপোর্টের (পাসপোর্টের বহির্গমন ও আগমনী সিলযুক্ত পাতাসহ) সত্যায়িত ফটোকপির সঙ্গে বিএমইটি'র স্মার্ট কার্ড বা চাকরিরত দেশের আইডি কাডের সত্যায়িত ফটোকপি বা বৈধ পথে বিদেশ গমনের প্রমাণপত্র বা বিদেশে চাকরির চুক্তিপত্র বা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে জমা দিতে হবে 'ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী কর্মী' এই মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের প্রত্যয়নপত্র। ঋণ আবেদনকারীকে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'ঋণ খেলাপি নন বলে' হলফনামা দাখিল করতে হবে। তবে অন্য কোনও সংস্থা, ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি ব্যক্তি এই ঋণ পাবেন না। উন্মাদ,

[52] https://www.banglatribune.com/national/news/635183/
[53] https://www.somoynews.tv/pages/details/253224/

দেউলিয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির পাশাপাশি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামিও এই ঋণের জন্য বিবেচিত হবেন না। সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে 'সহজামানত' রাখতে হবে না। তবে এর উর্ধ্বে হলে দেড়গুণ সমপরিমাণ সহ জামানত জমা দিতে হবে। আবেদনকারীর বৈধ ব্যবসা বা প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে শুরু করার পর আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীর জামানতের জন্য গ্যারান্টিকৃত সম্পত্তি নিজ নামে বা পিতার নামে থাকতে হবে। ঋণ পরিশোধে সক্ষম ন্যূনতম একজনকে গ্যারান্টার হিসেবে রাখার শর্ত দিয়ে নীতিমালায় বলা হয়, এক্ষেত্রে আবেদনকারীর পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, ভাই, বোন বা নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের বাইরে আর্থিকভাবে সচ্ছল 'সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিকেও' গ্যারান্টার হিসেবে রাখা হবে। চার শতাংশ সরল সুদে ঋণ দেওয়া হলেও মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে কিস্তি খেলাপি এবং ক্যাশ ক্রেডিট ঋণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে সমন্বয়ে ব্যর্থতার জন্য ২% সুদ আরোপ করা হতে পারে।[৫৪]

কেননা সবার ব্যবসা করার মত দক্ষতা নেই এবং অভিবাসীদের কেবল ঋণ দিয়ে খুব বেশি সহায়তা করা যাবে না। অনেক অভিবাসী আগে থেকেই ঋণের বোঝা সামলাচ্ছেন এবং তারা গত সাত থেকে আট মাস ধরে কোনো আয় ও করতে পারেননি । সেক্ষেত্রে অভিবাসীদের এককালীন অর্থ সহায়তা প্রদান সহ যৌথ আয় সৃষ্টিকারি প্রকল্প প্রনয়ন করা যেতে পারে।[৫৫]

৩.৬ বোয়েসেল

নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বোয়েসেল মোট ১,০৫,৫১৩ জন শ্রমিককে পাঠিছে (বোয়েসেল রিপোর্ট ২০২০)। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বোয়েসেলের মাধ্যমে মোট ৮,৫২৫ জন বাংলাদেশী অভিবাসীকে জর্ডান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস ও সিসেলস এ গেছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বোয়েসেল ২০,৭৭,০২,২২১ টাকা আয় করে যার মধ্যে মুনাফা ছিলো ১৪,৮০,৬২, ৬১২ টাকা। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বোয়েসেল ১৯,০৫,৫৮,৩৪৯ টাকা আয় করে যার মধ্যে মুনাফা ১৭,০৬,৯৯,৫২৭ টাকা।

৩.৭ অভিযোগ

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি দুইভাবে অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে; অনলাইন ও সরেজমিন (ম্যানুয়াল)। ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮০২টি অভিযোগ বিএমইটিতে দাখিল হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ কর্মীর অভিযোগ ৪৪৫টি এবং নারী কর্মীর অভিযোগ ৩৫৭টি। ২০১৯ সালে মোট ১,৯৭৭ টি অভিযোগ বিএমইটিতে দাখিল করা হয়েছিল যার মধ্যে পুরুষ কর্মীর অভিযোগ ৯৪৫টি এবং নারী কর্মীর অভিযোগ ১,০৩২টি।

৩.৮ রিক্রুটিং এজেন্সি

বর্তমানে ১৩০২ টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি রয়েছে। সৌদি আরবে নারী কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৫৮৮ টি। বিএমইটি নানা অভিযোগ তদন্ত করে এ বছরের ১৬১ টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স স্থগিত করেছে। [৫৬] সৌদি আরব থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসী কর্মী বিশেষ করে নারী অভিবাসী কর্মী ফেরত আসার বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। করোনাকালীন সময়ে রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা প্রদান, অফিস ভাড়াসহ অন্যান্য খরচ বহন এবং রিক্রুটিং ব্যবসা পরিচালনা করার নিমিত্তে তাদের লাইসেন্সের জামানতের ৫০% অর্থ এবং মহিলা কর্মী

[54] https://www.banglatribune.com/business/news/633985/
[55] https://www.somoynews.tv/pages/details/253224/
[56] http://www.bmet.org.bd

প্রেরণ, জাপানে কর্মী প্রেরণ ও সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণের বিপরীতে জমাকৃত জামানতের ৫০% অর্থ ০১ (এক) বছরে ফেরতযোগ্য হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।[৫৭] অভিবাসীদের প্রতি সহমর্মিতার প্রতীক হিসেবে রামরু অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল রিক্রুটিং এজেন্সির সহযোগিতায় বিপদে পড়া অভিবাসী পরিবারকে এককালীন সহায়তা প্রদানের জন্য বায়রাকে একটি তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল। যেসব অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিকট হতে বায়রার সদস্যরা অর্থ গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের বিদেশে পাঠাতে পারেনি, তার একটি তালিকা সরকারকে জমা দেয়ার দাবি তুলেছিল। এটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং মাইগ্রেন্ট ফোরাম এশিয়া অতিমারিতে অভিবাসীর সুরক্ষা বিষয়ক পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কিন্তু এর কোনটিই বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি।

৪ আন্তর্জাতিক আইন এবং কোভিডে অভিবাসী সুরক্ষা

৪.১ কোভিড ১৯ ও অভিবিাসন বিষয়ক গ্লোবাল কম্প্যাক্ট

নিয়মতান্ত্রিক ও সুষ্ঠু নিরাপদ অভিবাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৮ সালে গেণ্ঢাবাল কম্প্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন প্রণীত হয়। বাংলাদেশ সহ আরও ১৬৩টি দেশ এ কম্প্যাক্টটি গ্রহণ করেছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো কোভিড ১৯ বা অন্য যে কোন মহামারিকালেও জিসিএম এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে অভিবাসীদের সেবা প্রদানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। বাংলাদেশ জিসিএম সহ মাইগ্রেশন সম্পর্কিত বৈশ্বিক সহযোগিতা গঠনে বৈশ্বিক নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এমনকি জিসিএম এর জাতীয় পর্যায়ে বাস্ড়বায়নেও বাংলাদেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ জিসিএম সম্পর্কিত ফ্রেমওয়ার্কগুলি যেমন মাইগ্রেশন গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্ক (এমজিওএফ), মাইগ্রেশন ক্রাইসিস অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক (এমসিওএফ), এবং মাইগ্রেশন গভর্নেন্স সূচক (এমজিআই) বাস্তবায়ন করছে।[৫৮] জিসিএম প্রক্রিয়াগুলিতে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকার জন্য ইউনাইটেড ন্যাশনস নেটওয়ার্ক অন মাইগ্রেশন (ইউএনএনএম) দেশটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। [৫৯] কিন্তু চলতি বছরে কোভিড ১৯ এর প্রভাবে রাষ্ট্রসমূহের জিসিএম লক্ষ্যগুলো বাস্ড়বায়নে বিরাট এক বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে।

করোনাকালে অভিবাসীদের সর্বদা প্রয়োজন হচ্ছে সঠিক তথ্যের। কোভিড ১৯ সংক্রান্ড় অনেক ভুল ও বানোয়াট তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় দেখা যায় যাকে জাতিসংঘ কর্তৃকওইনফোডেমিক্স হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। এ সকল তথ্য অভিবাসীদের মাঝে সহজেই বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টি করতে পারে এবং জিসিএম এর ৩ নং লক্ষ্যও এটি নিশ্চিত করতে বলে। বাংলাদেশেও এ সমস্যাটি প্রকট রূপে দেখা দেয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

লক্ষ্য ৭ অভিবাসীদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলো হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। অভিবাসীগণ নিজ দেশে বা গন্ড়ব্য দেশে যাতে করে তাদের মানবাধিকারগুলো ভোগ করতে পারে তা আন্ড়র্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নিশ্চিত করা জিসিএম এর একটি লক্ষ্য। ইউনিভার্সাল ডিক্লেয়ারেশন অব হিউম্যান রাইটস এর অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ীও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিশেষ করে চিকিৎসার মানবাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই মহামারীর সময়ে যখন অভিবাসীদের এই মৌলিক অধিকারগুলোও নিশ্চিত করা পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না, তাই জিসিএম এর ৭ নং লক্ষ্যটিও অর্জন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

---

[57] https://www.newsgarden24.com/news-view/4671?n=
[58] Policy brief on Impact of COVID-19 on GCM implementation in Bangladesh
[59] Ibid

এছাড়া কোভিড ১৯ এর সময়ে বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর চাকুরি থেকে ছাঁটাই এর ফলে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে তার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যক্তি বিদেশে কাজের নামে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে। যার ফলে অভিবাসনের নামে অনেকেই বিদেশে পাচারকারী চক্রের শিকার হয়ে পড়ছেন। জিসিএম এর ৯ ও ১০ নং লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্য দিয়ে অভিবাসনের নামে মানব পাচার রোধ করা সম্ভব।

জিসিএম এর ১৫ নং লক্ষ্য অভিবাসীদের প্রাথমিক পরিষেবাসমূহে অন্ড়র্ভুক্তির জন্য প্রণীত। এর ভেতর অন্যতম একটি হচ্ছে জাতীয় এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা নীতি এবং পরিকল্পনাগুলিতে অভিবাসীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজন অন্ড়র্ভুক্ত করা। এছাড়া ডবিণ্ডউএইচওর ফ্রেমওয়ার্কের অগ্রাধিকার এবং গাইডিং নীতিমালার সুপারিশগুলি বিবেচনা করে সামগ্রিকভাবে অভিবাসীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচার করাও এর একটি অংশ। কোভিড ১৯ কালে জিসিএম এর এ লক্ষ্যটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। লকডাউন ও কোয়ারেন্টাইন চলাকালে উপচে পড়া শিবির, অনানুষ্ঠানিক জনবসতি ও সম্মিলিত আশ্রয়স্থলগুলিতে বসবাসকারী অভিবাসীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও প্রকট আকারে দেখা দেয়। এ ঝুঁকি বেশি আকারে দেখা যায় অনিয়মিত অভিবাসীদের মধ্যে, যারা বিভিন্ন স্থানে স্থানান্ড়রিত হতে, দীর্ঘকাল ধরে গৃহহীন থাকতে বা আটককেন্দ্রে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছেন।[৬০] জিসিএম এর ১৫ নং লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোভিড ১৯ এর সময়ে আন্ড়র্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শিষ্টাচার অমান্যকারী রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলোচনায় বসতে পারে।

১৭ নং লক্ষ্যটি প্রণীত হয়েছে অভিবাসীদের বির"দ্ধে যেকোন প্রকার বৈষম্য, নিন্দা ও পালটা অভিব্যক্তি, বর্ণবাদ, সহিংসতা দূর করতে এবং সকলকে সমান ভাবে বিবেচনার জন্য। কোভিড ১৯ কালেও এটি নিশ্চিত করা এ লক্ষ্যের একটি অংশ কিন্তু বাস্ড়বে দেখা গেলো যখন তারা কোভিড ১৯ এর প্রকোপে বিদেশে চাকুরি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজ দেশে ফেরত আসতে থাকেন তখন সরকারের পূর্বপরিকল্পনার অভাব এবং জনসাধারনের মধ্যে ভুল তথ্য সরবরাহের কারণে তারা নানাপ্রকার বৈষম্যের শিকার হতে থাকেন। ১৭ নং লক্ষ্যটিকে সামনে এনে জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সেই ধরনের কোন পদক্ষেপ বাংলাদেশে নিতে দেখা যায়নি।

নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত অভিবাসনের জন্য আন্ড়র্জাতিক সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা হচ্ছে জিসিএম এর ২৩ নং ও সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ লক্ষ্য যেটি ছাড়া অন্যান্য লক্ষ্যগুলোর বাস্ড়বায়ন কষ্টসাধ্য। সর্বপ্রথম আন্ড়র্জাতিক অঙ্গনে সহযোগিতা ও জিসিএম বাস্ড়বায়নে সচেষ্ট গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী দেশগুলোর মাঝে আলোচনা জর"রী।

৪.২ কোভিড ১৯ কালে মাইগ্রেন্টস ইন কান্ট্রিস ইন ক্রাইসিস (মিকিক) উদ্যোগের ভূমিকা

২০১১ সালের লিবিয়ান গৃহযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সংকট, থাইল্যান্ডের ধ্বংসাত্মক বন্যা ও ২০১২ সালের হ্যারিকেন স্যান্ডির আঘাতে জর্জরিত অভিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা আন্ড়র্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরার জন্য ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপিন

[60] Coming Out Stronger from COVID-19: Policy Options on Migrant Health and Immigration, 5 October, 2020. https://development.asia/policy-brief/coming-out-stronger-covid-19-policy-options-migrant-health-and-immigration

মাইগ্রেন্টস ইন কান্ট্রিস ইন ক্রাইসিস (মিকিক) উদ্যোগটি নেয়।[৬১] এ আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে, কীভাবে অভিবাসীদেরকে প্রায়শই মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা দিতে কিছু কিছু রাষ্ট্র ব্যর্থ হচ্ছে। এ আলোচনার ধারাবাহিকতায়ই ২০১৬ সালে সংঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ড় দেশগুলিতে অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য কতিপয় গাইডলাইন তৈরি করা হয় যা বর্তমানে মিকিক গাইডলাইন নামে পরিচিত। যদিও মিকিক এর গাইডলাইনটি করা হয়েছিল সংঘাত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভিবাসীদের ভোগান্ড়ির কথা বিবেচনায় রেখে, ২০২০ সালে এসে কোভিড ১৯ কালেও এই গাইডলাইনটি প্রাসঙ্গিক। এ গাইডলাইনে বলা হয়েছে যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে অভিবাসীদের সেবাদানের দায়িত্ব গ্রহণকারী দেশগুলোর। সেখানে নিয়মিত-অনিয়মিত অভিবাসীর ভেতরে তফাৎ করবার কোন সুযোগ নেই। যে কোনও সংকটে এমনকি করোনা সংকটেও বৈষম্যমূলক সহায়তা, ভাষার প্রতিবন্ধকতা, অভিবাসন স্থিতি, গতিশীলতা সীমাবদ্ধতা, স্থানীয় সীমাবদ্ধ জ্ঞান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অবিশ্বাস, জেনোফোবিয়া এবং বৈষম্য ইত্যাদি অভিবাসীদের জন্য একরকম প্রতিকুলতা হিসেবে কাজ করে। সমাজে কোভিড ১৯ এর প্রতিকুলতা ও বিরূপ প্রভাব হ্রাসের জন্য মিকিক গাইডলাইনগুলো অভিবাসীদেরকে কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিক্রিয়া এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে কাজ করা প্রয়োজন। তাই কোভিড ১৯ সংক্রমণ শুরু হওয়ার পরপর কয়েক মাসের মধ্যেই অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবাতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনেক দেশ সম্মিলিত প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় মিকিক গাইডলাইনটি সেভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি।

৪.৩ জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন ও আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহ

কোভিড ১৯ সংক্রমণের সময় অভিবাসীদের স্বাস্থ্য, চাকুরি ও মজুরি সংক্রান্ড় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলে থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ অভিবাসীকর্মীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে নিজ দেশে প্রেরণ করতে থাকে। এটি বিশেষ করে অনিবন্ধিত ও অনিয়মিত কর্মীদের ক্ষেত্রে বেশী লক্ষণীয় ছিল। সাধারন ক্ষমা প্রদর্শনের উছিলায় জেলে থাকা অভিবাসীদেরকেও তারা ফেরত পাঠাতে থাকে। এ সময় বেশ কিছু আন্ড়র্জাতিক সংস্থা এই কর্মীদেরকে মহামারীর সময়ে দেশে ফেরত না পাঠানোর অনুরোধ করে। এর মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘের নেটওয়ার্ক অন মাইগ্রেশন এর বিবৃতি যেখানে বিভিন্ন আন্ড়র্জাতিক সংস্থা যেমন আইএলও, আইওএম, ডবিণ্ঢউএইচও, ইউএনএইচসিআর, ওএইচসিএইচআর ইত্যাদি সবাই এক সুরে কোভিড ১৯ এর সময়ে অভিবাসীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন স্থগিত করার আহ্বান জানান।[৬২] তারা ১৪ মে, ২০২০ এ একটি যৌথ বিবৃতিতে কোভিডকালে বিভিন্ন দেশ যে অভিবাসীকর্মীদেরকে জোর করে নিজ দেশে প্রেরণের উদ্যোগ নিয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এর মূল কারন হিসেবে উলেণ্ঢখ করা হয় অভিবাসীদের স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার রক্ষা করা। এতে আরও বলা হয় মানবাধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ড় এ মহামারী সঠিকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব না। এমন জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন অভিবাসী, সরকারি কর্মচারী, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী সকলের জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। নেটওয়ার্ক অন মাইগ্রেশন জাতিসংঘের মহাসচিবের বক্তব্যের পুনরুক্তি করে অভিবাসী কর্মীদের জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে

[61] Labovitz J, Protection of Migrants in Crisis is More Relevant Than Ever in the Face of COVID-19, 7 August, 2020
https://micicinitiative.iom.int/news/protection-migrants-crisis-more-relevant-ever-face-covid-19

[62] Forced returns of migrants must be suspended in times of COVID-19, Statement by the United Nations Network on Migration, 14 May, 2020
https://www.unicef.org/press-releases/forced-returns-migrants-must-be-suspended-times-covid-19

অভিবাসীদের অস্থায়ী বাসস্থান প্রদানের ও আহ্বান জানায়। বাংলাদেশের সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো ২০২০ এপ্রিলের সুচনা থেকে যে দাবীগুলো আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরে তার একটি প্রভাব অবশ্যই এ বক্তব্যগুলোয় প্রতিভাত হচ্ছে।

৫. সুশীল সমাজের উদ্যোগ

২০২০ সালে অভিবাসন বিষয়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলো অভিবাসী ও তার পরিবারকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদানে তহবিল গঠনের জন্য জোর দাবি উত্থাপন করে। এই সংগঠনগুলো করোনা সংক্রমণে অভিবাসীদের ওপর সমাজের বিরূপ মনোভাব পাল্টানো, ফিরে আসা অভিবাসীদের চিকিৎসাসেবা এবং অভিবাসী পরিবারদের খাদ্য ও ত্রাণ পরিসেবা, কোভিড ১৯ বিষয়ে সচেতনতা, আটকে পড়া শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ক্যাম্পেইন, বাধ্য হয়ে ফিরে আসা অভিবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম)

অভিবাসন বিষয়ে নাগরিক সমাজের অগ্রজ প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২০ সালে বিশেষ করে করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস কোভিড ১৯ এর কারণে বিপন্ন অভিবাসী ও তাদের পরিবারের জন্য একটি তহবিল গঠন করতে, রেমিটেন্সের নিম্নগতি রোধে উদ্দীপক বাড়িয়ে দিতে, করোনাত্তোর ট্র্যাফিকিংয়ের আশঙ্কা কমাতে প্রশাসনকে দায়বদ্ধ করতে, করোনা পরবর্তী শ্রমবাজার ধরার লক্ষ্যে শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে সংকট মুহূর্তে নিয়মিত-অনিয়মিত সব অভিবাসীর প্রতি শ্রমগ্রহণকারী দেশগুলোর দায়িত্ব বহুপাক্ষিক ফোরামে তুলে ধরা এবং অভিবাসীদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি ও তাদের প্রতি মর্যাদার সঙ্গে আচরণকে উৎসাহিত করতে বিনীত আহ্বান জানায়। এ বিষয়টি ১৮ টি সংবাদ মাধ্যম ২ দিন ধরে প্রচার করে। সরকার যেন প্রবাসীদের কল্যাণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেই লক্ষে বিসিএসএম সেক্রেটারিয়েট রামরু প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টামণ্ডলী, ককাসের সদস্যবৃন্দ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব এবং সিভিল সমাজের প্রতিনিধির কাছে তুলে ধরে। বিসিএসএম এর এই উদ্যোগের পরেই প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন।[৬৩]

জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে কোভিড ১৯ এর কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মরত অভিবাসী এবং ডায়াসপোড়াদের অধিকার রক্ষায় বিশেষত, এমন কঠিন সময়ে তাদের স্বাস্থগত এবং অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধানে শ্রম গ্রহণকারী দেশসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি স্থাপন করতে বিসিএসএম ছয় দফা সুপারিশমালা পেশ করে। সুপারিশমালা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তুলে ধরা হয়। সম্প্রতি জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাসমূহ অভিবাসীদের জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো বন্ধ করতে এবং তাদের ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করতে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিসিএসএম এর এমন উদ্যোগ সরকার এবং দেশে বিদেশে নাগরিক সমাজের কাছে প্রশংসিত হয়।[৬৪]

[63] http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/04/Open-Letter-to-PM-in-Bangla.pdf
http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/04/Open-Letter-to-PM-in-English.pdf

[64] http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/04/BCSM-Memorandum-to-Secretary-General-of-UN.pdf

দেশে এবং বিদেশে করোনায় প্রাণ হারানো সকল অভিবাসীদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেশন। বাংলাদেশের পাশাপাশি এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশে সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় অভিবাসীবান্ধব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কসমূহ এই নীরবতা পালন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে।[৬৫]

বিসিএসএম এবং রামরুর যৌথ গবেষণার ফলাফল ওয়েবিনারের মাধ্যমে নীতি নির্ধারক এবং সংবাদ মাধ্যমেকে অবহিত করা হয়। মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী'র উপস্থিতিতে ই-সিম্পোজিয়াম টি মোট ২৪০০ জন দেখেছে এবং ১০টি সংবাদপত্র এটি প্রচার করে। [৬৬]

মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও ভিয়েতনাম থেকে প্রত্যাবাসিত হয়ে ২৫৫ জন বাংলাদেশী অভিবাসী দেশে আসার পর রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে কাশিমপুর কারাগারে আটকের ঘটনায় বিসিএসএম অনতিবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানিয়েছে।[৬৭]

লিবিয়ার মিজদা অঞ্চলে ২৬ জন বাংলাদেশী হত্যার ঘটনায় বিসিএসএম গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক বাংলাদেশীদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে, ফেরত আসা অভিবাসীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দোষী দালাল, ট্রাভেল এজেন্সি এবং অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সিদের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে অভিবাসীদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে বিসিএসএম সুপারিশমালা পেশ করে।[৬৮]

করোনা কালে দেশের রেমিটেন্স যোদ্ধাদের প্রতি স্থানীয় জনগনের ইতিবাচক মনোভাব তৈরী এবং সংবেদনশীল হতে স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বিত ভূমিকা রাখতে বিসিএসএম সদস্যগণ প্রধান ১০টি শ্রম প্রেরণকারী জেলার প্রধান নির্বাহীর প্রতি আহ্বান জানান।

বিসিএসএম মাত্র ১৪ বছর বয়সী কিশোরী কুলসুম, নির্যাতনের শিকার হয়ে সৌদি আরবে মারা যাবার ঘটনায় অনতিবিলম্বে পরিবারের সম্মতি সাপেক্ষে লাশ উত্তোলন করে তদন্তের ব্যবস্থা করার এবং সৌদি আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।[৬৯]

---

[65] http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/05/Poster.jpg
[66] http://www.rmmru.org/newsite/programs/covid-19-coronavirus/

[67] http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/12/Detainee-Migrants_BCSM-statement-Bangla.pdf

[68] http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/12/Libya-Killing-BCSM-Press-Release-Bangla.pdf
http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/12/Libya-Killing-BCSM-press-release-in-English.pdf

[69] http://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2020/12/BCSM-Press-Release-about-Kulsum.pdf

রামরু: করোনা অতিমারিতে অভিবাসীর অধিকার রক্ষায় রামর 'বিল্ড ব্যাক বেটার' শিরোনামে ই-সিম্পোজিয়াম সিরিজ এর অধীনে ৬ টি ওয়েবিনার আয়োজন করে। ভিউ এবং যা ৪০টি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া তুলে ধরেছে এবং পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে।

অভিবাসন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দালালদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের আইনগত কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে রামরু আরও কিছু সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ দিনের এডভোকেসির প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর একটি কমিটি গঠন করা হয়। দালালদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে সম্ভাব্য দুটি পদ্ধতি সরকারের কাছে রামরু তুলে ধরে।

মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি দেশ থেকে প্রত্যাবাসিত ২১৯ জন অভিবাসী শ্রমিককে তাদের নির্ধারিত কোয়ারেন্টাইন মেয়াদ শেষে "সরকার ও রাষ্ট্রের বির দ্ধে ষড়যন্ত্র", "জনশৃঙ্খলা বিঘ্ন" এবং "দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট" করার অভিযোগে ৫৪ ধারায় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যাতিত ১৫ দিনের অধিক এই আটকাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রামর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং মানবাধিকার বিষয়ক গবেষক রেজাউর রহমান লেনিনের সহযোগিতায় হাইকোর্টে একজন প্রত্যাবাসিত কর্মীর মামলা পরিচালনা করে। এর প্রেক্ষিতে গত পহেলা অক্টোবর হাইকোর্ট বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট তদন্ড় কর্মকর্তা এবং ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাদের সিদ্ধান্ড় ব্যাখ্যা করতে বলেন। এ প্রেক্ষিতে ৫ই নভেম্বর মামলার শুনানির পূর্বে ২১৯ জনের সকলের বির দ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ তাদের অভিযোগ ও মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের বেআইনি আটকাদেশের বির দ্ধে হাইকোর্টের এই র ল জারি অভিবাসীর নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ভিয়েতনাম থেকে অভিযুক্ত প্রত্যাবাসিত অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও একই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ওয়্যারবি ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, **অভিবাসী অধিকার ফোরাম (বোয়াফ)** সদস্যদের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে অতিমারি পরিস্থিতিতে অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জরুরী সহায়তা প্রদান করে। পার্লামেন্টারি ককাস অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট সদস্যরা জাতীয় সংসদ ও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির সহযোগিতায় অভিবাসন বিষয়ে পার্লামেন্টারিয়ান ককাসের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

বমসা তাদের কর্ম এলাকায় করোনাকালীন সময়ে অভিবাসী পরিবারকে জরুরী সেবা প্রদানের পাশাপাশি বৈদেশিক কর্মসংস্থান চুক্তিপত্রে নারী অভিবাসীর নিরাপত্তা বিষয়ে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখতে এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ওকাপ এ বছর আউটরিচ ক্যাম্পেইন, কোভিড ১৯ সচেতনতা প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৬ টি জেলায় ৭৪,৪০৩ জনকে সচেতনতা ও সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কাজ করেছে ইত্যাদি।

ব্র্যাক এ বছর পেশাদার কাউন্সিলর দ্বারা ফিরে আসা ১১১ জন অভিবাসীকে কাউন্সিলিং সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ১৪১৬ জনকে দক্ষতা প্রশিক্ষন, ৬৩২২ জনকে এয়ারপোর্টে ইমারজেন্সি সাপোর্ট প্রদানসহ মানবপাচার বন্ধ করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিএনএসকে চলতি বছর অতিমারি পরিস্থিতিতে জরুরী খাদ্য, ত্রাণ, মাস্ক ও নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ করেছে। পাশাপাশি, স্থানীয় পর্যায়ে অভিবাসন বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তি করে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে। এছাড়াও, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে বিএনএসকে বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

আওয়াজ ফাউন্ডেশন নানামুখী প্রতারণার শিকার অভিবাসীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে এবং মৃত ও অসুস্থ অভিবাসীদের সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে ও ঋণ গ্রহণে সহযোগিতা করেছে।

বাস্ডব এ বছর ২৩টি করে প্রি- ডিসিশন, প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং প্রদানের পাশাপাশি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে প্রায় ১০ লাখ টাকা উদ্ধার করে। পাশাপাশি, বিদেশফেরত অভিবাসীদের করোনাকালীন সময়ে খাবার ও হাইজিন সামগ্রী বিতরণ করে।

ইপসা করোনা প্রতিরোধে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও জরুরী সেবা প্রদান করার স্থানীয় পর্যায়ে অভিবাসন বিষয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। অভিবাসীর আইনি অধিকার নিশ্চিতকরণে ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে অভিবাসন বিষয়ক অভিযোগগুলো সমাধানের চেষ্টা করছে।

৬ রোহিঙ্গা শরণার্থী

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকারের বড় ধরনের চাপ সত্ত্বেও মিয়ানমার সরকার সেই দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। সে কারণে অদ্যাবধি একজন শরণার্থী ও মিয়ানমারে প্রত্যাবাসীত হয়নি। এ বছরে ২৩শে জানুয়ারি মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার আনীত গণহত্যা মামলার আন্তর্জাতিক আদালত রোহিঙ্গাদের গণহত্যা নিরোধে কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়। আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়ায় অন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মধ্য সেপ্টেম্বরে হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাছে রোহিঙ্গা গনহত্যায় অংশগ্রহণকারী আত্মস্বীকৃত দুই জন মিয়ানমার সেনার সোপর্দ হওয়া।

বাংলাদেশে কোভিড ১৯ পরিস্থিতি কাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের অবস্থা আরও সঙ্গিন করে তোলে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সময়পোযোগী যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করার ফলে এবং চলাচলের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার কারণে করোনা ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়। তবু ক্যাম্পে গাদাগাদি করে থাকা শরণার্থীদের আবাস্থলে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান মেনে চলা সম্ভব হয়নি। ক্যাম্পবাসীদের মাস্ক সহ নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহারেও অনীহা দেখা গেছে। নেতিবাচক ধারনার কারণে জ্বর বা কোভিড ১৯ সংক্রান্ত উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও সম্ভাব্য রোগীদের কোভিড ১৯ পরীক্ষা বা চিকিৎসা সেবা নিতে অনীহা দেখা গেছে।

শরণার্থীরা ভাইরাস বহণকারী এই ধারণার কারণে সাধারন গ্রামবাসীদের সাথে তাদের সম্পর্কে একটা টানাপড়েন ছিলো। একই সাথে কোভিড ১৯ এর ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কারণে শরণার্থীদের সাধারণ স্বাস্থ্য চাহিদা যেমন টিকাদান কর্মসূচী, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রসুতি বা শিশু স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়। ডিপথেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাবও লক্ষ্য করা গেছে। এই ধরনের প্রতিরোধযোগ্য মহামারির ঘটনা সাধারণ ভাবেই স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপরে অনাস্থা সৃষ্টি করতে পারে। একই সাথে প্রয়োজনীয় ঔষধ না পাওয়া, ভাষাগত সমস্যা এবং সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা ইত্যাদি তাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি করে। সেই কারণে ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সেবার গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য যথাযথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য সেবা খাতকে সংহত করতে হবে।

ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার তার নীতিতে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিকভাবে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত ১০,০০০ রোহিঙ্গা শিশুদেরকে বর্মী ভাষায় শিক্ষা দেয়া হবে। আশা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে শরণার্থী শিশুদের যথাযথ, গুনগত এবং স্বীকৃত শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হল। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী ক্যাম্পে ৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৪ লক্ষ স্কুলগামী শিশু রয়েছে। রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তারা যেন তাদের নিজস্ব সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে বিকশিত করতে পারে সে জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরিমান সম্পদ যোগান দিতে হবে।

গত ৩রা ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে উখিয়া টেকনাফের বর্তমান ক্যাম্পগুলো হতে ১৬৪২ শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়। স্থানান্তরের পূর্বে ভাসানচরের নিরাপত্তা এবং টেকসই ব্যবস্থা নিরূপনের জন্য একটি স্বাধীন নিরিক্ষার দাবি উথাপিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে। সরকারের উচিত তার পূর্ব ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী স্থানান্তর প্রক্রিয়া যেন স্বেচ্ছায় হয়, শরণার্থী যেন চলাফেরার স্বাধীনতার ন্যুনতম অধিকার, সেবা এবং জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

৭ অভিবাসন বিষয়ে নতুন জ্ঞান

বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) এবং রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) পরিচালিত যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ৫৭ শতাংশ অভিবাসী পরিবারের জন্য রেমিটেন্সই আয়ের একমাত্র উৎস। এই গবেষনায় দেখা গেছে ৬১% পরিবার এখন কোন রেমিটেন্স পাচ্ছেন না। যারা রেমিটেন্স পাচ্ছেন তাদের মধ্যে নারী এবং পুরুষ অভিবাসী ভেদে একটা তফাত রয়েছে। ৩১% পুরুষ অভিবাসী পরিবারেরা রেমিটেন্স পাচ্ছেন, ৬৯% নারী অভিবাসীদের পরিবার রেমিটেন্স পাচ্ছেন। তবে রেমিটেন্সের টাকার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কম। আগে যেখানে তিন মাসে পেত ৪৫,০০০ টাকা এখন সেখানে তিন মাসে পাচ্ছে ৩০,০০০ টাকা। এই পরিবারগুলো তাদের ভরনপোষন চালাচ্ছেন লোন নিয়ে, অথবা পরিবারের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির আয় দ্বারা তবে তারা সাংসারিক খরচকে ১৭০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭,৭০০ টাকায় নিয়ে এসেছে। এই সব পরিবার গুলোকে এককালীন জরুরি অর্থ প্রদান করে সহযোগিতা করা প্রয়োজন ছিলো।

আইওএম এর একটি গবেষণায় দেখা যায়, চলতি বছর ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে ফেরত আসা ৭০ শতাংশ অভিবাসীই কর্মহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন এবং ৫৫ শতাংশ অভিবাসী ফিরে আসার পর ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। ফিরে আসার আগে কোভিড ১৯ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও চিকিৎসা সেবা পেতে ৬৪ শতাংশ অভিবাসীরই ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।

রামরু-এমজেএফ এর ২০২০ সালের গবেষণায় উঠে আসে যে, কোভিড ১৯ এর কারণে নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে । অর্থনৈতিক চাপ, স্বাস্থ্য পরিস্থিতির অবনতি, সামাজিক দূর্নাম, ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। ইউএনউইমেন এর গবেষণায় ও দেখা গেছে যে, বিদ্যমান মহামারী বিশ্বব্যাপী পারিবারিক ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতাকে আরো স্পষ্টভাবে উন্মোচন করেছে এবং নারীর সুরক্ষা, চলাচল, মৌলিক পরিসেবা প্রাপ্তিকে বাঁধগ্রস্থ করছে।

সুপারিশমালা

১. প্রতিটি শ্রমগ্রহনকারী এবং প্রেরণকারী দেশে জর"রী অবস্থায় অভিবাসী সুরক্ষা নীতিমালা বাধ্যতামূলক করার জন্য বহুপাক্ষিক ফোরামগুলোতে দাবী তোলা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সাস্থ্য বিপর্যয়সহ সবরকমের সংকট এই নীতিমালার অংশ হবে।

২. এসডিজি ৩ এর লক্ষ্য অর্জনে অভিবাসনের দেশে সাস্থ্যনীতিতে অভিবাসীদের সেবা অ"ড়র্ভুক্ত করতে হবে।

৩. সংকটকালীন সময়ে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানোর উপর স্থগিতাদেশ জারি করার জন্য বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরে চাপ সমুন্নত রাখা।

৪. আ"ড়র্জাতিক দলিলগুলোর ভিত্তিতে কেনো অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা।

৫. মিকিক গাইডলাইনসমূহ বা"ড়বায়নে আ"ড়র্জাতিক জনমত গড়ে তোলা।

৬. জোরর্পূবক প্রত্যাবর্তিতদের বিদেশে ফেলে আসা মজুরি এবং অন্যান্য অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য আ"ড় র্জাতিক পর্যায়ে দাবী সমুন্নত রাখা।

৭. করোনাকালীন সময়ে যেভাবে ফরেত আসা অভিবাসীর ডেটা সংগ্রহ করা হয়ছে একই প্রক্রিয়ায় ভবষ্যিতে ফিরে আসা অভিবাসীদের ডেটা সংগ্রহ করার জন্য দাবী তোলা।

৮. অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতিটি সেক্টরে অভিবাসীদের বিষয়ে বিশেষ পদক্ষপে সংযুক্ত করা।

৯. আপদকালীন সময়ে মানবপাচারের ঊর্ধ্বগতি রোধে সরকারের রাজনৈতিক কনভিকশন আদায় করা। দালালদের দায়বদ্ধ করার পাশাপাশি অভিবাসন প্রক্রিয়াকরণে যুক্ত আন্সক্রুপুলাস রিক্রুটিং এজেন্সি এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে শা"ড়র আওতায় আনা।

১০. দুর্যোগের সময়ে ভুক্তভোগী অভিবাসী পরিবারকে এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা।

১১. অভিবাসীদের জন্য সরকারের পুনর্বাসন ঋণ প্রকল্প বা"ড়বায়নে ঋণ প্রদানকারী এন জি ও দের সহযোগী হিসেবে নেওয়া এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ, দক্ষতা বৃদ্ধিকে ঋণ প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা।

Social Cost of Migration: the Left-behind Children

RMMRU

Manusher Jonno Foundation

UKaid
from the British people